DEC. 5 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

৪১

যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো সম্ভব হবে ॥ বোর্ডের আশাবাদ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবশেষে মুখ খুলেছে। সোমবার বোর্ডের পক্ষ থেকে গোটা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে পত্রিকায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। এতে দাবি করা

(২-পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে যে, ২০০১ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে বোর্ড আশা করে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাধ্যমিক স্তরের সকল বই মুদ্রণ, বাঁধাই ও বাজারজাতকরণের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা পুস্তকাকে কার্যাদেশ দেয়া ছাড়া বোর্ডের কোন গত্যন্তর ছিল না। তবে এত বিপুল কাজের দায়িত্ব একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত করায় এবং বাজারে পুস্তক ছাপানোর জন্য নির্ধারিত নিউজপ্রিন্টের স্বল্পতা থাকায় পুস্তক মুদ্রণে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। টেক্সটবুক বোর্ডের ব্যাখ্যায় পুস্তক নিয়ে এই জটিলতা সৃষ্টির জন্য মুদ্রণ শিল্প সমিতিভুক্ত সদস্যদের দায়ী করা হয়। বলা হয়– বোর্ডের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ জোটবদ্ধভাবে দরপত্র প্রদান করে– যা দরপত্র নিয়মের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। প্রাথমিক পর্যায়ের বই মুদ্রণের কার্যাদেশও সর্বনিম্ন দরদাতাকে দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ জোটবদ্ধ হয়ে একটি বা দু'টি দরপত্র দাখিল করে। বিগত বছরের তুলনায় দর অত্যধিক হওয়ায় তা গ্রহণ করা যায় না। এ বছরও প্রথম দরপত্র বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গত বছরের তুলনায় প্রতি এক হাজার ফর্মায় মুদ্রণ দর ২২ টাকা বেশি দেয়। অথচ দ্বিতীয় দরদাতা গত বছরের তুলনায় আট টাকা কমে কাজ করতে আগ্রহী হয়। বোর্ডের ব্যাখ্যায় বলা হয়, মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অযৌক্তিক এবং জোটবদ্ধ আচরণের কারণে যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ প্রতিবারই বিঘ্নের সম্মুখীন হয়। টেক্সটবুক বোর্ডের সচিব স্বাক্ষরিত এই ব্যাখ্যায় জাতীয় স্বার্থে, কোণলমতি শিশুদের পড়াশোনা অব্যাহত রাখার জন্য এবং বৈদেশিক সাহায্যের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য ভবিষ্যতে মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যুক্তিসঙ্গত দরে স্বতন্ত্রভাবে দরপত্র দাখিলের আহ্বান জানানো হয়। আর তা হলে যথাসময়ে পুস্তক মুদ্রণ কাজ সম্ভব হবে বলে বোর্ড মনে করে।